OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 502 - 510
Website: https://tirj.org.in/tirj, Mail ID: editor@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

টেনিদা : নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের নিজস্ব ভাষা-জগৎ

সুতৃষ্ণা ঘোষ
গবেষক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
Email ID: sutrishnaghosh58@gmail.com

Received Date *15. 06. 2026*
Selection Date *15. 07. 2026*

Keyword
One's own linguistic world, street-corner vernacular, code-switching, the language of juvenile's curiosity, presentation style.

Abstract

A resident of North Calcutta, Narayan Gangopadhyay, used his extraordinary linguistic skills to craft the four distinct entities of the middle-class society. The graphical descriptions provided by the author in the 'Tenida' series leave no room for doubt that Gangopadhyay infused his own storytelling prowess into the dramatic flair of Tenida's narration. 'Tenida' stands as a successful example of how language can be used to sow the seeds of romantic imagination in the minds of children and adolescents. The ultimate goal of creating this language seems to be walking the path of harmony through incongruity. He carved out a uniquely distinct language specifically for writing the 'Tenida' series. The linguistic diversity he created is so profound that one cannot help but be mesmerized by it. Though this language might superficially resemble sarcasm or wit, it is not. The true temperament and character of sarcasm are absent here.

In his stories and novels, Narayan Gangopadhyay brings out the dialogues of his characters using indirect discourse, complete with their regional and ethnic pronunciation traits. In the 'Tenida' series, he created four separate linguistic worlds for his four 'spiritual sons' (manasputra). Within these four characters, we can catch glimpses of Narayan Gangopadhyay himself, fragmented into pieces.

The greatest strength of Narayan Gangopadhyay's Tenida stories and novels lies in creating 'foregrounding' by turning language and emotion upside down. This keeps the reader's mind continuously captivated. Through Tenida, the author generated humor by utilizing a hotchpotch of foreign languages. Tenida derives such bizarre meanings from foreign words that it never fails to astonishingly amuse us. In terms of linguistic analysis, truly grasping the depth of Tenida's language becomes a challenging task.

In the history of poetry, there was a time when the practice of 'Bad Verse' or unpoetic poetry was heavily criticized in the literary world. A number of such 'non-poems' can be found within the novels and stories of the 'Tenida' series. For someone who was a well-established poet himself, composing non-poetry was no easy feat. Yet, he achieved that impossible task here, secretly mocking the forced, struggling poets. In an amazing feat, Narayan Gangopadhyay also composed technically clumsy and amateurish-sounding

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

verses with immense skill. By breaking down language to create fun, he sought to mold the actual meaning into a custom framework of his own.

Discussion

'ছোটদের একটুখানি খুশি করবার আশা নিয়ে' নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় প্রথম 'চারমূর্তি' উপন্যাসে টেনিদা ও তার দলবলকে হাজির করান। 'টেনিদা' সিরিজের উপন্যাস বা গল্পগুলো পড়তে পড়তে আমরা টের পাই কী অসামান্য ভাষার উপর দখল তাঁর। ভাষা দিয়ে কীভাবে শিশু-কিশোর মনে রোমান্টিক ভাবনা বুনে দেওয়া যায়, তার সফল দৃষ্টান্ত 'টেনিদা'। অসঙ্গতি দিয়ে সঙ্গতির পথে হাঁটাই যেন এই ভাষা তৈরির লক্ষ্য। একটা নিজস্ব স্বতন্ত্র ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন তিনি 'টেনিদা' সিরিজ লেখার জন্য। এমন ভাষাবৈচিত্র সৃষ্টি করেছেন তিনি, মুগ্ধ না হয়ে পারা যায় না। এই ভাষাকে খালি চোখে শ্লেষের মতো মনে হলেও তা কিন্তু নয়। শ্লেষের যা মেজাজ ও চরিত্র তা এই ভাষায় মেলে না। এ আলাদা। মনে হয়, এ শুধু পেট ফাটিয়ে হাসানোর ফন্দি।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর ছোটবেলার ঘটনাবহুল রাজ্য থেকে টুকরো টুকরো কাহিনি নিয়ে বুনে দিয়েছেন 'টেনিদা' সিরিজের লেখাতে। এরকম অদ্ভুত ও অতিনাটকীয় গল্প বলে পাঠক মনে জায়গা করে নেওয়া গল্প-উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে প্রচুর। এই ঐশ্বর্যময় ধারাতে রয়েছে— 'হ য ব র ল', 'আবোল তাবোল', 'ঘনাদা' সিরিজ-সহ আরও অনেক আনন্দের খনি। পাঠকপ্রিয় চরিত্র হিসাবে ভোম্বল সরদার, হর্ষবর্ধন-গোবর্ধন, ঘনাদা, জয়ন্ত-মানিকের মতোই আমাদের টেনিদা। তবে গল্প বলার ব্যাপারে টেনিদা আর ঘনাদার তুলনা আনতেই হয়। কারণ দু'জনের সংলাপ শুদ্ধ নাটকীয় গল্প বলার ভঙ্গি একই রকম। শুধুমাত্র 'ঘনাদা'-র প্রেক্ষাপট আন্তর্জাতিক পর্যায়ের আর 'টেনিদা'-র বিচরণ আঞ্চলিক—এই যা তফাত। তবে 'ক্যামোফ্লেজ' গল্পে টেনিদা পাড়ি দিয়েছেন আরাকানের এক দুর্গম পাহাড়ি জায়গায়। যুদ্ধ করেছে জাপানিদের সঙ্গে। 'টেনিদা'-র মতো এমন টাটকা ও জীবন্ত রত্ন বাংলা সাহিত্যে বিরল। অসামান্য ভাষিক দক্ষতা নিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় 'টেনিদা'-কে হাজির করেছেন আমাদের সামনে তা আমরা স্বীকার না করে পারি না। আমরা মুগ্ধ হই। 'টেনিদা'-র স্বতন্ত্রতার প্রসঙ্গে প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায় 'টেনিদা' সিরিজ সম্পাদনা কালে 'সংকলকের নিবেদন' অংশে যা বলেছেন তা আমরা নির্দ্বিধায় মেনে নিই—

> "...টেনিদা একেবারে টেনিদার মতন। এক এবং অদ্বিতীয়। টেনিদার মুখের কথা আজ প্রবচন। পটলডাঙ্গার চারমূর্তির কীর্তিকাহিনী আজ কিংবদন্তি।"[১]

কৌতূহল সৃষ্টিতে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা অসামান্য ভূমিকা নিয়েছে। শুধুমাত্র শব্দের পর শব্দ দিয়ে লেখক বুনে গেছেন অসাধারণ সব নির্মল হাসির চরিত্র। 'টেনিদা' সেই হিসেবে খুবই খ্যাতনামা। কথা ও আচার-ব্যবহারে এমন সব হাস্যকর রসিকতার পরিচয় লেখক ফুটিয়ে তুলেছেন যে তাতে সব বয়সের পাঠক বয়সের ব্যবধান নিমেষে ভুলে যায়। মুখে ফুটে ওঠে হাসির ফোয়ারা। 'টেনিদা'-র বৈঠকী মেজাজ বা আড্ডা আমাদের রোয়াকের আড্ডার কথা মনে করিয়ে দেয়। শৈশব-কৈশোরের সীমানা পেরিয়ে যেন বাস্তবঘেঁসা গল্পজগতের সন্ধান পাঠক পায়। শুধুমাত্র উপলব্ধি করতে করতে পাঠক এগিয়ে যান এক অদ্ভুত অ্যাডভেঞ্চারের দিকে—আনন্দের দিকে। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় পরোক্ষ ডিসকোর্সে গল্প-উপন্যাসে চরিত্রদের সংলাপ তুলে আনেন আঞ্চলিক ও জাতিগত উচ্চারণের বৈশিষ্ট্যসহ।

২

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'টেনিদা' সিরিজে চার মানসপুত্রের জন্য চারটে আলাদা আলাদা ভাষা-জগৎ তৈরি করে দিয়েছেন। আর এই চারজনের মধ্যে আমরা দেখতে পাই টুকরো টুকরো নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়কে। পটলডাঙার পাড়ার রোয়াকের আড্ডাতে টেনিদাই সভাপতি। অবশ্য তারা স্কুল ফাইনাল দিয়েই রোয়াকে আড্ডা দিতে শিখেছে। টেনিদা বয়সে বড়। 'সব জানা-টানা' পুরনো লোক। যে নতুনদের ম্যানেজ করার দৌলাতে বন্ধুত্বে ছাড়পত্র পেয়েও সহপাঠীদের 'টেনিদা'। ভেবে দেখার বিষয় 'দাদা' নামক দূরত্ব নয়, খানিক বন্ধুত্বসুলভ 'দা'-তেই তার পরিচয়।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

উত্তর কলকাতার বাসিন্দা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর অদ্ভুত ভাষা দক্ষতা দিয়ে রচনা করেছেন মধ্যবিত্ত শ্রেণির চার সত্তাকে। তিনি নিজে খুব আড্ডা দিতে ভালবাসতেন। অসাধারণ সব গল্প বানিয়ে বলতে পারতেন। তাঁর ছিল অসামান্য বাক্‌চাতুর্য ও হাসিয়ে মারার দক্ষতা। যা দিয়ে তিনি গড়ে তোলেন টেনিদা চরিত্রটি। যে দৃশ্য টেনিদা চোখেও দেখেনি তা অসাধারণ নৈপুণ্যে বর্ণনা করতে পারত। টেনিদার বিখ্যাত 'মুখেন মারিতং জগত'-এর সত্যাসত্য নিয়ে তাই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে না। এমন সব গ্রাফিক্যাল বর্ণনা 'টেনিদা'-তে লেখক দিয়েছেন তাতে আমাদের মনে আর কোনও সন্দেহ থাকে না, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্প বলার দক্ষতাটিকে আরোপ করেছেন টেনিদা গল্প বলার নাটকীয় বৈশিষ্ট্যের মধ্যে। টেনিদা চরিত্রের মধ্যে অতিরঞ্জন ব্যাপারটা সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। কিন্তু কৌতুক সৃষ্টিতে এই অতিরঞ্জন ব্যাপারটা অত্যাবশ্যিক উপাদানের কাজ করে বলেই হয়তো টেনিদার চরিত্রের এই অস্বাভাবিকতা।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের টেনিদার গল্প-উপন্যাসগুলোর সবচেয়ে বড় জোর হল ভাষা ও ভাবের ওলটপালট করে foregrounding তৈরি করায়। যা পাঠকের মনকে আকৃষ্ট করে রাখে একটানা। টেনিদার 'কুরুবক' মানে যে এক ধরনের বক, তা জানান বন্ধুদের সঙ্গে পাঠকদেরও। তখন পাঠক রবীন্দ্রনাথ রচিত 'কুরুবকের পরত চূড়া কালো কেশের মাঝে'-র কথা ভুলে টেনিদার ব্যাখ্যাকে মেনে নিয়ে এগোয়। কারণ, তার ব্যাখ্যা যারা মানতে চায় না তাদেরকে মানানোর দায় যেন টেনিদা নিজের হাতে নিয়েছে— মানতেই হবে। তবে আমাদের হিন্দি শব্দ 'কুর্‌বক' কথা মনে করিয়ে দেয়। তেমনি টেনিদার কথা অনুযায়ী 'পুঁদিচ্চেরি' শব্দটির মানে একরকম নয়। এর অর্থ 'পণ্ডিচেরি' না হয়ে, হয় ব্যাপারটা খুব ঘোরালো। আবার অন্য জায়গায় কখনও এর অর্থ 'ডেনজারাস'। আবার কখনও 'পুঁইচচ্চড়ি'। একটা শব্দকে বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিভিন্নভাবে বিকৃত করে ব্যবহার করা টেনিদার চরিত্রের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট্য। টেনিদার মনে যখন খুব তেজ আসে তখন নাকি তার বাংলা ভাষাতে আর কুলোয় না। সে সেই সময় আশ্রয় নেয় 'তথাকথিত' ফরাসি ভাষা, ল্যাটিন ভাষা, জাপানি ভাষা কখনও কখনও আবার চৈনিক ভাষা।

চারমূর্তি বিখ্যাত শ্লোগান 'ডি লা গ্রান্ডি মেসিস্টোফিলিস— ইয়াক, ইয়াক'। যা এক এক পরিস্থিতিতে, এক এক গল্পে, এক এক রকম দ্যোতনায় উপস্থিত হয়েছে আমাদের সামনে। ফরাসি শব্দ 'মেফিস্টোফিলিস' মানে যে 'শয়তান' তা প্রায় সবাই জানি। এমনকী টেনিদার সঙ্গী ক্যাবলাও জানে। কিন্তু টেনিদা শব্দটির থেকে নানা অর্থ পরিস্থিতি অনুযায়ী টেনে বের করে প্রতিনিয়ত। তার কাছে কখনও তা 'বড়ই কঠিন', কখনও 'বিনয়ী', আবার কখনও আলুর চপ খেয়ে তার মানে দাঁড়িয়ে যায় 'দারুণ ভালো'। টেনিদার ভাষায়— 'বেড়ে ভাজে লোকটা, যাকে বলে মেফিস্টোফিলিস।' ল্যাটিনে টেনিদা একটা বই পড়েছে যার নাম 'স্তোরিয়া দে মোগোরা পুঁদিচ্চেরি বোনানজা বাই সিলিনি কামুচ্চি'। আমরা পাঠকেরা তখনই বুঝে নিই যে মোগল পর্যটক মানুচ্চি-র বইটি বিচিত্র রূপ পেল টেনিদার ভাষায়। 'হ্যামলিনের বাঁশিওয়ালা'-র সম্রাট চেঙ্গিস খান টেনিদার গল্পে হয়ে গেছেন তেমুদিন। লেখক টেনিদার মধ্যদিয়ে বিদেশী ভাষার জগাখিচুড়ি রূপ ব্যবহার করে হাস্যরসের সৃষ্টি করেছেন। টেনিদা এমন সব অদ্ভুত মানে বিদেশি শব্দের বের করে যে আমরা অবাক না হয়ে পারি না। 'ইয়াক' শব্দটির মানে এক্ষেত্রে অবশ্য 'চামরী গাই' নয় বলেই মনে হয়। ভাষিক বিশ্লেষণে টেনিদার ভাষার নাগাল পাওয়া দুষ্কর হয়ে দাঁড়ায়। তবে আমাদের মনে হয় 'ইয়া'-র সঙ্গে 'ক' জুড়ে একটা অদ্ভুত সমর্থন ধ্বনি সৃষ্টি করে শব্দের জোরালো প্রতিবেদনের প্রতি দৃষ্টি দিয়েছেন লেখক। শুধুমাত্র বিদেশি ভাষারই নয়, দেশি ভাষারও অর্থ টেনিদা ওলট পালট করে দিয়েছে নিমেষেই। যেমন - 'ইন্দ্রলুপ্ত' শব্দটির প্রকৃত অর্থ 'টাক'। কিন্তু টেনিদার ভাষায় তা দাঁড়ায় 'ধাষ্টামো'। তেমনই 'উড়ুম্বর' হয়ে গেছে 'উড়ন্ত আক্রমণ ও অম্বর হইতে, ষষ্ঠী তৎপুরুষ সমাস'। শেষ উদাহরণ শুধুমাত্র অর্থই নির্ধারণ করেনি, সঙ্গে ব্যাকরণের ব্যাখ্যা পর্যন্ত দিয়েছে টেনিদা।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের ডাকসাইটে অধ্যাপক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় মধ্যবিত্ত শ্রেণির পাঠকের জন্য নিজস্ব ভাষা তৈরি করে নিয়েছেন। তাঁর গল্পগুলোতে রয়েছে বহু বর্ণ, শব্দ ও ধ্বনির এক শব্দজগৎ। যেন পাঠকমন অন্য জগতের সন্ধানে এগিয়ে চলে অনবরত। একটু খেয়াল করলেই আমরা শুনতে পাই এক ধরনের অনুপ্রাসের ঝংকার। কথায় কথায়— 'কুরুবকের মত বকবক করা', 'পিটিয়ে ঢাকায় পরোটা বানানো', 'নাক নাসিকে', 'দাঁত দাঁতনে', 'কান কানপুরে', 'গাল গালুডি'-তে পাঠানোর ব্যবস্থা করা হবে এমনই সব অনুপ্রাস ঋদ্ধ হুমকি টেনিদার থেকে তার

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তিনমূর্তির দিকে ধাবমান হয়েছে ক্ষণে ক্ষণে। গদ্যে এমন সব অনুপ্রাসের প্রয়োগ, পরে অবশ্য সত্যজিৎ রায় তাঁর লেখায় এনেছেন নানাভাবে।

টেনিদা সংলাপ অন্য তিনজনের থেকে আলাদা, তার সংলাপে দাদাগিরি রয়েছে, রয়েছে নানান দেশ-বিদেশি খাবারের বর্ণনা, বন্ধুদের তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করার সংলাপ, আর বেশি আকর্ষণ করে ভীতু টেনিদার সংলাপগুলো। প্রত্যেকটা সংলাপ প্রত্যেকটা থেকে স্বতন্ত্র। সংলাপগুলো হাস্যজ্জ্বল, প্রাণবন্ত ও যথোপযুক্ত সময়োপযোগী। টেনিদার উক্তি বর্তমানে সময়ে প্রবাদের রূপান্তরিত হয়েছে। তার বলার ভঙ্গির আকর্ষণীয়তা সব বয়সের পাঠককে মহিত করে। কিছু কিছু বাক্য বহুবার ব্যবহার করেছে, যেমন—'যা যা মেলা বকিসনে', 'রাম কিল দেব', 'খামোখা যদি হাসবি তাহলে তোর ওই মুলের মতো দাঁতগুলো পটাপট উপড়ে দেব', 'থাম থাম, মেলা ফ্যাঁচ-ফ্যাঁচ করিসনি', 'যদি চালিয়াতি করবি তো এক চাটি তো তোর দাঁত দাঁতনে পাঠিয়ে দেব'—এরকম উদাহরণের শেষ নেই।

'চারমূর্তি'-তে হাবুল যখন টেনিদাকে বলে 'তোমার প্যাটে ভস্মকীট ঢুইকা বসছে!' তখন টেনিদা উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে যে ব্যাখ্যা দেয় তাতে তার তাৎক্ষণিক ভাষা প্রয়োগ হাসিয়া মারে পাঠকদের—

> "যা বলেছিস! ভস্মকীটই বটে! যা ঢোকে সঙ্গে সঙ্গে স্রেফ ভস্ম হয়ে যায়। বলেই দরাজ ভাবে হাসলঃ বামুনের ছেলে, বুঝলি সাক্ষাৎ অগস্ত্য মুনির বংশধর! বাতাপি ও ইল্বল-ফিল্বল যা ঢুকবে দেন-অ্যান্ড-দেয়ার হজম হয়ে যাবে! হুঁ—হুঁ! — এরই নাম ব্রহ্মতেজ!"[২]

তার কথা বলার ধরনেই বোঝা যায় তার শব্দজ্ঞান ও উপস্থাপন করার বৈশিষ্ট্য। যদিও এ সবকিছু জন্য দায়ী টেনিদার সৃষ্টিকর্তা নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়।

৩

হাবুল সেন ঢাকাই বাঙাল। সে বাঙাল ভাষাতেই কথা বলেছে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কলমে। অবশ্য তার ভাষা নিয়ে হাসি মশকরাও করা হয়েছে কিছু কিছু ক্ষেত্রে। মধ্যযুগে, এমনকী আধুনিক যুগেও বাংলা সাহিত্যে বাঙাল ভাষা সংলাপ এনে মজা সৃষ্টি করার উদাহরণ কম নেই। হাবুল সেন ও তার পরিবার তিন পুরুষ ধরে কলকাতার বাসিন্দা, তা সত্ত্বেও সর্বদা সে বাঙাল ভাষায় কথা বলে। এটাই আমরা বুঝে নিই যে তার বাড়িতেও সকলে বাঙাল ভাষাতেই কথা বলে।

যথাস্থানে লাগসই মন্তব্য করতে হাবুলের জুড়ি মেলা ভার। তার মুখের বুলি হল— 'ছাড়ান দাও পোলাপান' অথবা 'আহা-হা চৈইত্যা যাইত্যাছ কেন? পোলাপানে কয়—'। আবার ঝন্টিপাহাড়ির বাংলোতে ভূতের উপদ্রবে। হাবুলের উক্তি আজও অবিস্মরণীয়—

> "এখানে জঙ্গলের মধ্যে থাইক্যা ভূতগুলানের কী যে সুখ হয়— তাও তো বুঝি না। আমাগো কলকাতায় গিয়া বাসা করত, থাকতও ভালো, আমরাও ছুটি পাইতাম। আর যদি বাইছ্যা বাইছ্যা হেড্ পণ্ডিতের ঘাড়ে উইঠ্যা বসত, তাহলে আমাগো আর শব্দরূপ মুখস্ত করতে হইত না।"[৩]

এ যেন হাবুলের সঙ্গে সমস্ত কিশোর-কিশোরীর মনের কথা। হ্যাঁ, হাবুল বাঙাল ভাষা ব্যবহার করে ঠিকই কিন্তু তার রূপ অনেকটাই পরিমার্জিত। বাঙাল ভাষার একচুয়াল রূপ কিছুটা অনুপস্থিত তার সংলাপে। কারণ তারা কলকাতায় বাস করেছে তিন পুরুষ ধরে। তার সংমিশ্রণও লেখক এখানেই খুব দক্ষতার সঙ্গে দেখিয়েছেন। 'ঢাউস' গল্পে প্যালা যখন জার্মান ভাষা শোনায় 'হিটলাল-নাৎসি-বার্লিন-কটাকট' তখন হাবুল ঠেস দিয়ে বলে ওঠে—

> "হঃ, কী জার্মান ভাষাডাই কইলি রে প্যালা! খবরের কাগজের কতকগুলিন নাম— তার লগে একটা 'কটাকট' জুইড়্যা দিয়া খুব ওস্তাদি করতে আছ্স। আমি একটা ভাষা কমু? ক দেখি— 'মেকুর পড়ুম খাইয়া হক্কে হক্কে করছে' — এইডার মানে কী?"[৪]

হাবুলের বাঙাল আর প্যালার জার্মান ভাষার ধ্বনিঘর্ঘর— শুনে টেনিদা পর্যন্ত ঘাবড়ে যায়। বাঙাল ভাষার মধ্যে যে এক ধরনের সহজ কৌতুক থাকে, তার প্রাণবন্ত প্রকাশ ঘটেছে হাবুলের কথার মধ্যে দিয়ে। লেখক নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বরিশালের লোক। তাই তার রসবোধ ও বাঙালত্বের সত্তাটি তিনি দিয়েছেন হাবুল সেনকে।

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৪

দলের সবচেয়ে ছোট ও মেধাবী সঙ্গীটির নাম ক্যাবলা। নামকরণের মধ্য দিয়ে নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় বৈপরীত্যের মজা নিয়েছেন। লেখক এই চরিত্রটির মধ্যে তাঁর নিজের মেধাবী, শার্ণিত বুদ্ধি ও গোয়েন্দার সত্তাটি দিয়েছেন ক্যাবলাকে। ক্যাবলার উপস্থিত বুদ্ধি ও সাহসই বারবার তাদের নানারকম অভিযানকে সফল করে তুলেছে। প্যালার উক্তিতে দেখা যায় তার সমর্থন—

> "ক্যাবলাটাই আমাদের ভেতরে সবচাইতে মাথা ঠান্ডা এবং ঝন্টিপাহাড়িতে কিংবা ডুয়ার্সের জঙ্গলে সবসময়ই দেখেছি ও কিছুতেই ঘাবড়াই না।"[৫]

সে হায়ার সেকেন্ডারিতে ন্যাশনাল স্কলার। খবরের কাগজে তার ছবি বেরিয়েছে স্ট্যান্ড করার জন্য। চশমা পরলে তাকে নাকি 'ভারিক্কি দেখায়'— তখন সবাই ক্যাবলার কথা মন দিয়ে শোনে। কিন্তু সে যখনই অন্য তিনজনের ভুল শুধরে দিতে চায়, তখনই টেনিদার হুমকি— 'কুরুবক— একটা বিচ্ছিরি বকের মত বক্ বক্ করবি না'। শুধুমাত্র একবার নয় বহুবার এই উক্তি ব্যবহৃত হয়েছে 'টেনিদা' সিরিজে। অবশ্য তা ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিতে। ক্যাবলা বাল্যকালে পশ্চিমে থাকায় কথার মধ্যে মাঝেমধ্যেই হিন্দি বলে ফেলে, একথা বেশ কয়েকবার প্যালা আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে। টেনিদা ও হাবুল ভূতের ভয়ে যখন খাটের তলায় ঢুকে মতলব আঁটছিল তখন তখন ক্যাবলা বলে—

> "শুনি না-কেয়া মতলব সেটা! বাতলাও।"[৬]

সে হামেশাই গুল, দাওয়াই, আদমি, বেপার, থোরাসে, মোলাকাত, খাট্টা-র মতো শব্দ ব্যবহার করে। তার কথাতে বুদ্ধির ছাপ স্পষ্ট। আর যখনই তার সঙ্গীরা ভয় পেয়ে পিছিয়ে যায় বা আজেবাজে বকে তখন সে 'কেবল খিক-খিক করে হাসতে' থাকে। ক্যাবলা টেনিদাকেও রাগাতে ছাড়ে না। তার ওপর যখন টেনিদা চোটপাট করে তখন—

> "জিভ কেটে বললে, কী সর্বনাশ? তোমাকে ঠাট্টা! শেষে যে গাট্টা খেয়ে আমার গালপাট্টা উড়ে যাবে! আমি বলছিলুম কি, ভূত এসে হ্যান্ডশেকই করুক আর বক্সিংয়ে জুড়েদিক, লেকিন ওটা দলপতি সঙ্গে হওয়াটাই দস্তুর।"[৭]

এই উক্তির মধ্যে শুধুমাত্র হিন্দি শব্দের উপস্থিতিই নয়, ক্যাবলার উপস্থিত বুদ্ধি ও রসিকতার ধরনও এর মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

৫

টেনিদা আর প্যালার একাডেমিক রেজাল্ট খুব খারাপ। কিন্তু স্কুল ফাইনালে যে প্যালা লবডঙ্কা পায়, সে কী চমৎকার নির্ভুল শুদ্ধ বাংলা লেখে—তার প্রশংসা না করে পারা যায় না। তাকে জাত লেখক বলেছেন গোপাদত্ত ভৌমিক। শরদিন্দু বা ব্যোমকেশ কাহিনির অজিতের মতো প্যালা এখানে গল্পকথকের ভূমিকায় অবতীর্ণ। পেটরোগা প্যালারাম 'চারমূর্তি'-তে প্রথমেই বলছে—

> "... আমি প্যালারাম বাঁড়ুজ্যে পটলডাঙায় থাকি আর পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাই।"[৮]

এ প্রসঙ্গে আমাদের মনে পড়ে যায় নারায়ণবাবুর ছোটবেলার কথা। তিনি ছিলেন নিতান্তই রোগা-ভোগা। নারায়ণবাবু তার শারীরিক দুর্বলতার সঙ্গে লিখন শক্তি ধার দিয়েছেন প্যালারামকে। টেনিদা প্রায়ই দাদাগিরি ফলাতে নানাভাবে প্যালাকে মনে করিয়ে দিতে থাকে, যে সে নির্বোধ ও শক্তিহীন। তাই মাঝে মাঝে বলে ওঠে— 'পটোল দিয়ে শিঙি মাছের ঝোল খাস, তোর বুদ্ধি আর কত হবে!'

অবশ্য 'টেনিদা' সিরিজে আমরা দেখতে পাই বিভিন্ন ক্ষেত্রে ত্রিস্তরীয় ডিসকোর্স রয়েছে। প্যালা মূল কথক। তার বয়ানেই টেনিদার কথা। এমনকী কিছু কিছু গল্পের চরিত্রদের নিজস্ব সংলাপ শুনি আমরা। প্যালার কথায় উপমার প্রয়োগ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তার বেশিরভাগ প্রয়োগ ঔদারিক। যেমন— গাজরের হালুয়ার মত মুখ, গোঁড়ালেবুর মতো চোখ, নাকটা সিঙ্গারার মতো কোঁচকানো, পিটিয়ে পরোটা বানানো, ভয়ে পান্তুয়া হওয়া, জিভটা যেন কাঁচাগোল্লা। এই তালিকা

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

আরও দীর্ঘ—কীসের তুলনা নেই এই তালিকায়, ভেবে আমরা অবাক হই। এই প্রয়োগের তালিকা দীর্ঘ, এসেছে ডিমভাজার, পুটিমাছের, পারশেমাছের মতো উপমার প্রয়োগ।

নারায়ণবাবু চারটে চরিত্রেই নিজের আত্ম-প্রতিফলন ঘটিয়েছেন কিছু কিছু। কিন্তু প্যালার মধ্যেই তিনি সবচেয়ে বেশি প্রতিফলিত হয়েছেন। প্যালা নিজেকে এমনভাবে হাজির করেছে যেন সে নেহাত নগণ্য, সব থেকে তুচ্ছ সে। তাই মাঝে মাঝেই তার 'পালা জ্বরের পিলে' চাগিয়ে ওঠে। কিন্তু তার চোখে সব অসঙ্গতি ধরা পড়ে। ধরা পড়ে যায় সাহসী টেনিদার চালাকিগুলোও। তার মনে প্রশ্নের শেষ হয় না। সে পদে পদে বিস্মিত হয়েছে। 'ঝাউ-বাংলো রহস্য'-তে শুয়োর দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগে, গবেষণা করতে ইচ্ছে জাগে। তাঁর গবেষণার প্রশ্নের উত্তর মেজদার কাছে আছে ভাবে। কিন্তু মেজদার যা মেজাজ তাতে তার ভয় লাগে প্রশ্ন করতে। তাই সেই সময় সে পাঠকের দিকে প্রশ্ন ছুঁড়ে দেয়—

> "...কিন্তু মেজদার যা খিটখিটে মেজাজ, তাকে জিজ্ঞেস করতে ভরসা হয় না। আচ্ছা মেজাজওয়ালা দাদাই কি সংক্ষেপে মেজদা হয়? কে জানে!"[৯]

সে রস বোধে অনন্য। তার শব্দ প্রয়োগের অভিনবত্ব শিশু-কিশোরের মনোযোগ আকর্ষণ করে নেয় নিমিষেই। তার রাগ প্রকাশের ভঙ্গি ও আমাদের মনে চোরা হাসি স্রোত বইয়ে দেয়। বন্ধুদের প্রতি ভীষণ ক্ষোভ থেকে বলেছে —

> "—আর পরজন্মে মুরগি হয়ে জন্মাবি। ডাকবি, কঁর্—কঁর্—কোঁকোর—কোঁ—ইস্টুপিড ক্যাবলাটা বদ-রসিকতা করলে। আমি বেদম চটে বসে বসে নাক চুলকোতে লাগলাম।"[১০]

এরকম অজস্র রাগ, অভিমান, সাহসিকতা, বোকামি, আড্ডা, হাসি-মজা সমস্ত কিছুই অভিনবভাবে উপস্থাপন করে প্যালা।

৬

কবিতাচর্চার ইতিহাসে একটা সময় কবিত্বহীন কবিতা বা Bad Verse চর্চা প্রসঙ্গ সাহিত্য জগতে নিন্দনীয় হয়ে উঠেছিল। 'টেনিদা' সিরিজের উপন্যাস ও গল্পগুলোর মধ্যে দেখা মেলে বেশ কিছু এমন অ-কবিতা। যিনি নিজে প্রতিষ্ঠিত কবি। তাঁর পক্ষে অ-কবিতা রচনা সহজসাধ্য নয়। সেই অসাধ্য সাধন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় করেছেন এখানে। কষ্ট-কবিদের প্রতি চোরা হাসি হেসেছেন তিনি এখানে। অদ্ভুতভাবে, ছন্দে আনাড়ি গোছের কবিতাও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় ভীষণ দক্ষতার সঙ্গে রচনা করেছেন। এই ধরনের কবিত্বহীন কবিতার প্রতি বিদ্রুপ করে তৎকালীন অনেক লেখকই লিখেছেন অ-কবিতা। তাঁদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোড়ায় গলদ'-এর নায়ক, পরশুরামের 'মহেশের মহাযাত্রা-র মহেশ ও 'রাতারাতি' গল্পের কার্তিক, নবারুণ ভট্টাচার্যের কবি পুরন্দর ভাট, কবি পি. ডি. পাল-সহ আরও অনেকেই। এঁদের লেখায় উঠে এসেছে অ-কবিতার জীবন্ত চেহারা।

চারমূর্তির মধ্যে প্যালারামেরই আছে কবিত্ব শক্তি। তাই বলে টেনিদা সিরিজে শুধুমাত্র প্যালার বয়ানেই অ-কবিতা শুনি না। শুনি টেনিদা, ক্যাবলা, গজেশ্বর, ফুচুদা, সাতকড়ি সাঁতরার বয়া। কিছু কিছু ক্ষেত্রে লেখক প্যারোডির আশ্রয় নিয়েছেন। পুরনো গল্প, বিখ্যাত কবিতার পুনর্নির্মাণ, বিখ্যাত বইয়ের কবিতার লাইন আশ্রয় করে গড়ে উঠেছে এই Bad verse-গুলো। 'চারমূর্তি'-তে প্যালা সাধু ভাষায় গান করেছে—

> "একদা এক নেকড়ে বাঘের গলায়
> মস্ত একটি হার ফুটিল—
> বাঘ বিস্তার চেষ্টা করিল—
> হাড়টি বাহির না হইল।"[১১]

এই যে 'কথামালা'-র গল্পের লাইনগুলো গানের লাইন হয়ে উঠেছে। তা ঢুণ্ডুরামসহ আমরা সকলেই বুঝতে পারি। কবিত্বহীন কবিতার রূপ দেওয়া চেষ্টায় সফল হয়েছেন লেখক। আবার এর পরপরই আমরা গজেশ্বরের গলায় ক্লাসিক্যাল গানের নামে শুনতে পাই শ্যামাসঙ্গীতের রিমেক—

> "এবার কালি তোমায় খাব—
> হুঁ—হুঁ— তোমায় খাব তোমায় খাব—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

তোমার মুণ্ডমালা কেড়ে নিয়ে হুঁ—হুঁ—
মুড়িঘন্ট রেঁধে খাব—”[১২]

রামপ্রসাদের গানকে প্যারোডি করে, শব্দ নিয়ে খেলেছেন লেখক। ‘হুঁ—হুঁ—’ বা একই শব্দ একাধিকবার ব্যবহার করে একটা চমৎকারিত্ব সৃষ্টি করেছেন। রামপ্রসাদ যেখানে লিখেছেন ‘অম্বলে সম্ভার চড়াব’ সেখানে গজেশ্বর বলছে ‘মুড়িঘন্টি রেঁধে খাব—’। প্যালার পিসতুতো ভাই ফুচুদাও কবিতা লেখে। প্লেনে উঠে তাই প্যালার মনে হয় এই সময় ফুচুদা থাকলে নিশ্চয় কবিতাই লিখত। বলেই প্যালা নিজেই দুটো লাইন জুড়ে দিয়েছে—

“পাখি হয়ে যায় গগনে উড়িয়া
ফড়িং টড়িং খায় ধরিয়া—”[১৩]

লক্ষণীয় যে, প্যালা কবিতা রচনার ক্ষেত্রে বেশিরভাগ সাধু ভাষাকে অবলম্বন করেছে। একটিবার শুধুমাত্র নয় ফুচুদার কবিতা প্রসঙ্গক্রমে এসেছে বারবার। এ বিষয়ে টেনিদাও কম যায় না। তার বাজখাই গলায় একটি গান—

“এমন চাঁদিনি রাতে সাধ হয় উড়ে যাই।
কিন্তু ভাই বড় দুঃখ আমার যে পাখা নাই।”[১৪]

শুনে পাঠক তার হাসি আটকে রাখতে পারে না। কমবেশি বেশকিছু উপন্যাসে ও গল্পে এই অ-কবিতার রমরমা দেখা যায়। সবচেয়ে বেশি চমৎকার ব্যবহার দেখা গেছে ‘ঝাউ-বাংলো রহস্য’ উপন্যাসে। যা বেশিরভাগটা সাতকড়ি সাঁতরার বয়ানে পাচ্ছি। তিনি চারমূর্তিকে শুনিয়েছেন—

“ওগো চাঁদনী রাতের পাইন
ঝলমল করছে জ্যোৎস্না
দেখাচ্ছে কী ফাইন।”[১৫]

আবার ‘প্রভাতসঙ্গীত’ গল্পে ব্যায়ামক্লাবের চাঁদা তোলার জন্য অমল পালের গানের ঢঙে প্যালা রচনা করেছে ভোরকীর্তন—

“জাগো রে নগরবাসী ভজো হনুমান
করিবেন তোমাদের তিনি বলবান।”[১৬]

‘ন্যাংচাদার হাহাকার’ গল্পে শুনি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শিশুপাঠ্য কবিতাগুলোর প্রথম লাইন জুড়ে নিয়ে এক অভূতপূর্ব কোলাজ। পাগলা গারদের এক বাসিন্দার বয়ানে তা হয়ে উঠেছে আকর্ষণীয় ও মজাদার। এইভাবে সম্পূর্ণ ননসেন্স কবিতার মধ্যে ব্যঙ্গাত্মক সেন্স সৃষ্টি করেছেন লেখক। এই গল্পেই আবার ন্যাংচাদা বায়োস্কোপ দেখে ভাবুক হয়ে বাজারে কাঁচকলা কিনতে গিয়ে ভাবের ঘোরে বলে ওঠে—

> “ওগো তরুণ কদলী। এই নিষ্ঠুর সংসার তোমাকে ঝোলের মধ্যে রান্না করে খায়—তোমার অরুণ হিয়ার করুণ ব্যথা কে বুঝবে।”[১৭]

এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টি কাড়ে ‘অরুণ’, ‘করুণ’ ও ‘তরুণ’ শব্দগুলোর ব্যবহারে। যার প্রতি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছিল গভীর পক্ষপাত। এসব থেকে আমরা বুঝে নিই যে টেনিদার ন্যাংচাদা কবিগুরুর দ্বারা অনুপ্রাণিত। ‘টেনিদা’-তে অদ্ভুত ছন্দের প্রয়োগ ও ভাষার ব্যবহার আমাদের হাসিয়ে মারে। নারায়ণবাবু নিজের সাহিত্য জীবন শুরু করেছিলেন কবিতা লেখার মধ্যে দিয়েই। সেই গভীর কাব্যানুরাগী মানুষটির হাতেই রচিত হয়েছে অসংখ্য অ-কবিতা। যা সচেতনভাবে অ-কবিতার আবেদন বহন করেছে।

৭

নামকরণের ক্ষেত্রেও লেখক এক অভিনব বিশ্লেষণ পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। টেনিদার ভালো নাম ভজহরি মুখোপাধ্যায়। টেনিদার মতো তার অন্য তিন সঙ্গীদেরও ভালো নাম রয়েছে। যা আমরা ‘চার মূর্তি অভিযান’-এ জানতে পারি। হাবুল সেন স্বর্ণেন্দু সেন, ক্যাবলা মিত্তির কুণাল মিত্র, আর প্যালারাম বাড়ুজ্যে কমলেশ বাড়ুজ্যে। এই প্যালারামই উপস্থিত হয়েছেন লেখকের প্রতিভূ হিসাবে। প্যালারাম বলছে—

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

> "এ-সব নাম কি ছাই আমাদেরই মনে থাকে? প্লেনে উঠতে যেতেই একটা লোক কাগজ নিয়ে এইসব নাম ডাকতে লাগলো। আমরাও— এই যে— এই বলে টকাটক উঠে পড়লুম। হাবলা তো অভ্যাসেই বলেই ফেলল, প্রেজেন্ট স্যার।"[১৮]

অবশ্যই লেখক যখন 'টেনিদা' সিরিজ শুরু করেন তখন তিনি অন্য তিন চরিত্রের ভালো নাম দেওয়ার পরিকল্পনা করেননি বলেই মনে হয়। পরে 'চারমূর্তি'-র পাঠকপ্রিয়তা খেয়াল করে এদেরও ভালো নামগুলো পাঠকদের একবার জানিয়ে রাখেন 'চার মূর্তির অভিযান' উপন্যাসে।

এই চারটি প্রধান চরিত্রের পাশাপাশি নারায়ণবাবু অন্যান্য চরিত্রদেরও আকর্ষণীয় নাম দিয়েছেন। যা আমাদের কৌতূহল উদ্রেক করে। ঝন্টিপাহাড়িতে যাওয়ার পথে ট্রেনে যে সাধু সঙ্গে পরিচয় হয় তার নাম 'ঘুটঘুটানন্দ'। পরবর্তী বর্ণনায় পড়ে মনে হয় এর নাম তার চেহারার দিকে ইঙ্গিত করেই দেওয়া। এই ঘুটঘুটানন্দের গুরুর নাম 'ডমরু-ঢক্কা-পট্টনানন্দ'। এর গুরুর নাম আবার 'উচণ্ড-মার্তণ্ড-কুক্কুটডিম্বভর্জনানন্দ'। এরই নাম দেখে আর আমাদের মনে সন্দেহ থাকে না যে, এর ইশারা মুরগির ডিম ভেজে অমলেট বানিয়ে খাওয়ার আনন্দের দিকে। তেমনি পাঁচকড়ি সাঁতরার ছেলে সাতকড়ি সাঁতরা, চন্দ্রবদন চম্পটি, কাগামাছি, মিচকেপটাশ, ব্রহ্মবিকাশবাবু, ন্যাংচাদা, মিস্টার বোগাস, জাপানের গায়ক তাকানাচি, লন্ডনের মুরগি দোকানের মালিক মিস্টার চিকেনসন-সহ আরও অনেক নাম রয়েছে। এ সব নামের বাহার দেখে আমাদের গৌরকিশোর ঘোষের ব্রজদার কথা মনে পড়ে যায়। তিনি এব্যাপারে টেনিদার উত্তরাধিকারী। ধ্বনি ও অর্থের এই হরগৌরি মিল আমাদের চমৎকিত করে। এমনকী বাদুরের নাম অবকাশ রঞ্জনী, ইঁদুরের নাম দেবী নেংটীশ্বরী—ভাবতেই অবাক হয়ে যাই। দস্যু চৈনিক না হলে মানায় না যেন তাই দুর্ধর্ষ চৈনিক দস্যুর নাম 'ঘচাং ফুঃ'। যার মানে হল— যে ঘচাং করে কেটে ফু দিয়ে উড়িয়ে দেয়। ক্যাবলার দাবি 'নস্য কচাং কুঃ'-ও একটি চৈনিক নাম। আর দস্যুদের যারা নসীর মত নাক দিয়ে টেনে ফেলে তারাই হল নস্যু।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের ভাষা নিয়ে এইরকম খেলা আমাদের মনে করিয়ে দেয় লুইস ক্যারলকে। লুইস ক্যারল বর্ণিত সেই অদ্ভুত জগৎ যেন আমাদের সামনে 'এলিসের আয়না অভিযান' মতো উঠে আসে 'টেনিদা'-র মধ্যে দিয়ে। বিশ্বসাহিত্য মন্থন করেছিলেন নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়। সেই বহু ভাষার বহু নিদর্শনকে হাসির পালে ভাসিয়ে নিয়ে আজগুবি গল্প বলে যান টেনিদা ও তার বন্ধুদের বয়ানে। আমরা দেখতে পাই, তিনি যুক্তির ক্রম ভেঙে আপাত অর্থহীন অথচ অন্যতর অর্থের ইঙ্গিত দিয়ে যাচ্ছেন প্রতিনিয়ত। ভাষাকে ভেঙে এভাবে মজা তৈরি করে প্রকৃত অর্থকে কিছুটা হলেও নিজস্ব ছাঁচে ঢালতে চেয়েছিলেন তিনি। নিজের তৈরি ছাঁচকে যেন তিনি নিজেই চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড় করিয়ে কৌতূহলে দূরে দাঁড়িয়ে দেখছেন আর হাসতে হাসতে হাসাচ্ছেনও। এমন ভাষাশৈলী যা প্রতিদিন প্রতিমুহূর্তে জলের উপর সূর্যের আলোর মতো চিকচিক করে ওঠা হাসির উদ্রেক করে।

Reference:

১. সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, টেনিদা সমগ্র, সংকলকের নিবেদন, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৬

২. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, চারমূর্তি, টেনিদা সমগ্র, সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ১৮

৩. তদেব, পৃ. ৩৭

৪. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ঢাউস, টেনিদা সমগ্র, সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৩৫

৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ঝাউ-বাংলার রহস্য, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৩০

OPEN ACCESS
IF 8.111
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - vi, Issue – iii, July 2026, TIRJ/ July 2026/article - 55
Website: https://tirj.org.in/tirj, Page No. 502 - 510
Published issue link: https://tirj.org.in/tirj/issue/archive

৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, চারমূর্তি, টেনিদা সমগ্র, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩৫
৭. তদেব পৃ. ৪৪
৮. তদেব পৃ. ১১
৯. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ঝাউ-বাংলার রহস্য, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ:২৩০
১০. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, চারমূর্তি, টেনিদা সমগ্র, সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৩০
১১. তদেব, পৃ. ৭৮
১২. তদেব, পৃ. ৭৯
১৩. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, চার মূর্তির অভিযান, টেনিদা সমগ্র, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৮৬
১৪. তদেব, পৃ. ৯৮
১৫. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ঝাউ-বাংলার রহস্য, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ২৩২
১৬. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘প্রভাতসঙ্গীত’, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ:৪০০
১৭. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘ন্যাংচাদার হাহাকার’, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক: প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ: জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ: ৪৭২
১৮. গঙ্গোপাধ্যায়, নারায়ণ, ‘চার মূর্তির অভিযান’, টেনিদা সমগ্র, চারমূর্তি, সংকলক : প্রণবকুমার মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯৬, পৃ. ৮৫